সংবাদ

তারিখ 30 MAY 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

এইচএসসির ব্যবহারিক পরীক্ষা

অবৈধভাবে টাকা আদায় করছে রাজধানীর কলেজগুলো

রাজিব উদ্দিন

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার (এইচএসসি) ব্যবহারিক বিষয়ের পরীক্ষা বা প্র্যাকটিক্যাল সাবজেক্ট নিয়ে রাজধানীর নামদামি কলেজে চলছে বেপরোয়া বাণিজ্য। সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষকরা প্রতি ব্যবহারিক বিষয়ের জন্য পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ২০০ থেকে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৫০০ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। চা-নাস্তা, দুপুরের খাবার খরচ ও যাতায়াত ভাড়া বাবদ অগ্রীম টাকা আদায় করেই ব্যবহারিক পরীক্ষা নিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষকরা। অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় আদায় করা এই অর্থের ভাগ সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষরাও পাচ্ছেন বলে জানা গেছে। পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছে, কেন্দ্র শিক্ষকদের চাহিদা মাফিক টাকা দিতে অস্বীকার করলে ব্যবহারিক পরীক্ষায় সর্বনিম্ন নম্বর দেয়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে। এতে অবৈধভাবে অর্থ প্রদানে বাধ্য হচ্ছেন পরীক্ষার্থীরা। ঢাকা মহানগরীর প্রায় সব পরীক্ষা কেন্দ্রেই এ অনিয়ম ও নৈরাজ্য চলছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দু'টি কলেজের অধ্যক্ষ ব্যবহারিক বিষয়ের পরীক্ষায় টাকা আদায়ের কথা স্বীকারও করেছেন।

টাকা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

টাকা আদায়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির সভাপতি প্রফেসর ফাহিমা খাতুন সংবাদকে বলেছেন, 'প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা নেয়ার কোন সুযোগ নেই। তবে ব্যবহারিক বিষয়ের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে– এমন কোন অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি। কোন কলেজের বিরুদ্ধে এ ধরনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে'।

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'প্রত্যেকটি কলেজেই একজন অধ্যক্ষ আছেন। তারা সতর্ক হলেই কিন্তু এ নিয়ে কেউ বাণিজ্য করার সুযোগ পায় না। কিন্তু শিক্ষকদের নীতি-নৈতিকতা আজ কোথায় গিয়ে নেমেছে যে, অধ্যক্ষসহ সব শিক্ষকই এই টাকা ভাগ-বাটোয়ারা করে নিচ্ছেন বলেও অভিযোগ আছে'।

জানা যায়, বিজ্ঞান বিভাগের পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান বিষয়ে ২৫ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা হচ্ছে। বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগের সাচিবিক বিদ্যা, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, কম্পিউটার শিক্ষা, মনোবিজ্ঞান, ভূগোলসহ বেশকিছু বিষয়ে ২৫ থেকে ৫০ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা হয়। এরই মধ্যেই বিভিন্ন কলেজে ব্যবহারিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

রাজধানীর স্বনামধন্য একটি কলেজের অধ্যক্ষ ক্ষোভ প্রকাশ করে সংবাদকে বলেন, 'তার মেয়ে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী। তিনি বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষার্থীয় অংশ নিচ্ছে। তার পরীক্ষা কেন্দ্র হচ্ছে নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজ। ওই কলেজ কর্তৃপক্ষ সব ছাত্রীর (প্রায় ৮০০) কাছ থেকে জনপ্রতি অগ্রীম ১ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা শুরু করেছে'।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, নটরডেম কলেজ, সিটি কলেজ, ঢাকা কলেজ, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ, মির্জা আব্বাস ডিগ্রি কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী ডিগ্রি কলেজসহ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা নিয়ে নৈরাজ্য চলছে। অধ্যক্ষদের যোগসাজশে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকরা জিম্মি করে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন।

শাহজাহানপুরস্থ মির্জা আব্বাস ডিগ্রি কলেজের কয়েক শিক্ষক সংবাদকে জানান, সোমবার ওই কলেজে সাচিবিক বিদ্যার ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ পরীক্ষায় অবৈধ পন্থা অবলম্বনের দায়ে দু'জন পরীক্ষার্থীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধি (অন্য কলেজের শিক্ষক)। কিন্তু নকলকারী দুই পরীক্ষার্থীকে শাস্তির নামে সব পরীক্ষার্থীর ব্যবহারিক বিষয়ের ১০ নম্বর কর্তনের হুমকি দেয়া হয়েছে। এতে পরীক্ষার্থীরা চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন।